R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG-112 Regd. No. WB/MSD—4

সুখ ★ স্বাচ্ছন্দ্য ★ নিরাপত্তা
ত্রয়ীর সম্মেলন
নিবেদিতা লজ
।। স্থান ।।
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
আধুনিক সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ এই লজে নিরাপদে, স্বল্প ব্যয়ে থাকার সুযোগ নিন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ★ ফোন নং-১১২

৮০শ বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৫ই মাঘ বুধবার, ১৪০০ সাল
১৯শে জানুয়ারী, ১৯৯৪ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫ টাকা

রাজনৈতিক দলগুলির লড়াই এর ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ সীমান্তবর্তী চর অঞ্চল

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ জঙ্গিপুর মহকুমার নূরপুর দিয়ার থেকে খামরা কাঁটাখালি পর্যন্ত সীমান্তবর্তী বিস্তীর্ণ চর অঞ্চলকে রাজনৈতিক দল লড়াই ভূমি করে তুলেছে। এই অঞ্চলের জমিগুলির মালিকানা সব সময়েই বিতর্কিত। বেশীর ভাগ মালিকেরা বাস করেন রঘুনাথগঞ্জ বা জঙ্গিপুর শহরে। তাঁরা বড় একটা জমি দখলের লড়াই এ নামেন না। যা কিছু করে ভাগচাষী এবং ওখানকার মস্তানেরা। তারা নিজেরাই আগলদারী দল গঠন করে ফসল চাষ থেকে কাটা পর্যন্ত করে। মালিকদের ছিটেফোটা ফসল দিয়ে বাকী সিংহ-ভাগ নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেয়। এই চলে আসছে আবহমানকাল ধরে। আরও জানা যায় ঐ সব জমিতে মুনিষ খাটতে যাঁরা আসেন তাঁরা অধিকাংশই বাংলাদেশী। এই গোলমেলে চরে তাই লড়াইটা মূলতঃ জোর জবরদস্তির লড়াই। স্বভাবতই এই সব মস্তানদের প্রয়োজন রাজনৈতিক দলের আশ্রয়। চরে উৎপন্ন হয় সেরা কলাই। যার বাজার দর সব সময়েই উচ্চে। হাজার হাজার বিঘে জমিতে কলাই উৎপন্ন (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অবশেষে উপলাই বিলের সেতুর পত্তন উৎসব হলো

সাগরদীঘি ঃ গত ১২ জানুয়ারী জেলা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ার চুণের দাগ দিয়ে বহু আশান্বিত উপলাই সেতু নির্মাণ কার্য্যসূচির উদ্বোধন করলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম মুখার্জী, পূর্ত ও শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, বিডিও সাগরদীঘি প্রমুখ। সেতুটি হবে ৭০ ফুট লম্বা ও ১৩ ফুট চওড়া। ট্রাক, বাস যেতে পারবে। দু' পাশে থাকবে মানুষ চলাচলের পথ। বর্ষার আগে কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে ভারপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে।

জোরজবরদস্তি ছাত্রদের কাছ থেকে জরিমানা আদায়

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১১ ও ১২ জানুয়ারী জঙ্গিপুর উচ্চতর বিদ্যালয়ে কমার্সের ছাত্র-দের ফর্ম ফিলাপের সময় তাদের কাছ থেকে জরিমানা বাবদ পঞ্চাশ টাকা করে বেশী নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, শত অনুরোধ সত্বেও কয়েকজন শিক্ষকের জেদের বশে, অবৈধভাবে উক্ত অর্থ আদায় করা হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত গত বছর ২১ সেপটেম্বর। ঐ দিন কমার্স বিল্ডিং-এর বাইরে স্কুল চলাকালীন আধ ঘন্টা অন্তর তিনটি চকলেট বোমা ফাটাকে কেন্দ্র করে এই জরিমানা করা হয়। এই ঘটনার পিছনে বারো ক্লাস কমার্সের ছাত্র-ছাত্রীরা দায়ী, এই অভিযোগে ক্লাস অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করে দেওয়া হয়। এবং আর্থিক জরিমানা বাবদ ঐ দিন উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীকে পঞ্চাশ টাকা করে দিতে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্লক যুব করণে সাইনবোর্ডই সার

সাগরদীঘি ঃ স্থানীয় ব্লক যুব করণে এমন একদিন ছিল যে তা যুবকদের অনুপ্রাণিত করেছিল বিশাল কর্মযজ্ঞে। কিন্তু সম্প্রতি তাদের সব কর্মযজ্ঞই একরূপ বন্ধ। যুব করণ অফিসের সাইনবোর্ড দেখা গেলেও কাজ কিছুই হচ্ছে না। স্থানীয় বিধায়ক পরেশ দাস যুবকরণ অফিসের সামনেই বাস করেন, কিন্তু তিনি এ সব (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

ধুলিয়ানে চরম লোডশেডিং

ধুলিয়ান ঃ সমশেরগঞ্জ ব্লক এলাকার গ্রাম-গুলিতে এবং ধুলিয়ান শহরে চরম লোড্-শেডিং চলছে। সন্ধ্যের পর গড়ে ৩/৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ না থাকায় শহরবাসী বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ। স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিসে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে কর্মীরা কোনো যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর দিতে পারেন না। চাঁদপুর সাপ্লাই ষ্টেশনে খোঁজ নিতে বলেন। সেখানেও কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। স্থানীয় (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

গণপ্রহারে একজনের মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৯ জানুয়ারী সন্ধ্যেয় রাণীনগর গ্রামের চাঁদু সেখ রাজানগরের তিন মাথার মোড় থেকে চোলাই মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় রাণীনগর এসে গাজু সেখের পেটে ভোজালীর কোপ মারলে গাজু মারাত্মকভাবে জখম হন। তাঁকে বহরমপুর হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। অন্য দিকে গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে চাঁদুর উপর চড়াও হয়ে তার পা ভেঙ্গে দেয়। রক্তাক্ত ও আহত চাঁদুকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে আনা হলে সেখানে মারা যায়।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিংএর চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই মাঘ বুধবার, ১৪০০ সাল

চিনি সমস্যা

খবরে প্রকাশ, এই মহকুমার সর্বত্র রেশনে চিনির আকাল লাগিয়াছে। রেশনের দোকানে বিগত পাঁচ সপ্তাহ হইতে চিনি দেওয়া বন্ধ আছে। ফলতঃ খোলাবাজারে চিনির দর লম্ফ প্রদানপূর্বক উর্ধ্বমুখী হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলির কথা মনে পড়ে। যুদ্ধের চাহিদা মিটাইতে বহু ভোগ্যপণ্য বাজারে অমিল হইয়াছিল। সরকার অনুমোদিত কোনও দোকান হইতে যৎসামান্য চিনি মাথা পিছু দেওয়া হইত। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চিনি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ইহার জন্য তখন সারিবদ্ধ দাঁড়াইবার প্রথা না থাকায় হুড়াহুড়ি লাগিয়া যাইত। অনেক অপেক্ষমান উন্মুখ ক্রেতা বহু সময় 'আর চিনি আজ নাই' শুনিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। রুগ্‌ণ শিশুর মুখে সাগু-বার্লি দিতে হইবে। কোনও ক্রেতার কাকুতি মিনতিতে দোকানদার বিরক্ত হইয়া ক্রেতার হাতের পাত্র রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার দোষ কি? চিনি যে নাই। কত জায়গায় সেই চিনি নিরাপদে নৈশ-অভিযান করিয়াছে।

যাহা হউক, মহকুমায় রেশন দোকানে চিনি পাওয়া যাইতেছে না। খাদ্য সরবরাহ বিভাগ হইতে কারণস্বরূপ জানা যায় যে, জেলা সদরে ফুড কর্পোরেশনের গুদাম হইতে চিনির বস্তা বাহির করিয়া লরীতে বোঝাই করিতে কুলিরা নাকি নারাজ। কেন না, মাল বহনের দর বাড়াইতে হইবে। পুরাতন দর চুক্তির সময়সীমা শেষ হওয়ায় নূতনভাবে দর নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত চিনির বস্তা বহন করা হইবে না। কন্‌ট্রাক্টরেরা নাকি অস্বাভাবিক দর দিতে রাজী নহেন। উপরন্তু লেবারদের স্থায়ীভাবে স্বীকৃতি দিবার দাবীও তাঁহারা মানিতে পারিতেছেন না।

চিনি-সংকট কাটাইবার জন্য মুর্শিদাবাদ এ ডি এম (জে) মহোদয় অন্য স্থান হইতে কুলি আনিয়া কাজ করাইতে গিয়া সিটু ইউনিয়নের পক্ষ হইতে নাকি প্রবল বাধা পান। আবার নদীয়ার ভাতজংলা এফ সি আই গুদাম হইতে চিনি আনিবার আদেশ দেওয়া হইলে হোলসেলারেরা বলিয়াছেন যে, দূরত্বের জন্য পরিবহন ব্যয় বাড়িবে। ফলতঃ চিনির সমস্যা রহিয়াই যাইতেছে। অবশ্য এখানকার খাদ্য সরবরাহ বিভাগ মালদহের সঙ্গে জঙ্গিপুরকে যুক্ত করিয়া সেখান হইতে চিনি আনিবার ব্যবস্থা করিতে জেলা কন্‌ট্রোলারকে অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়া খবরে প্রকাশ। স্থানীয় খাদ্য সরবরাহ বিভাগের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। তবে সে অনুরোধ কখন কার্যকরী হইবে, তাহা জানা যায় নাই।

চিনির দর খোলাবাজারে বাড়িয়া যাওয়ায় গুড়ও মত্তকা পাইয়াছে। মিষ্ট এখন তিক্ত হইতেছে। কালের কুটিল কটাক্ষে এখন কি সংসার-জীবন, কি নাগরিক-জীবন, কি রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রিক-জীবন তিক্ত হইয়া পড়িতেছে। চিনি-সমস্যা এক অতি সামান্য সংযোজন এবং তাহা স্থানীয়ভাবে।

আবোল-তাবোল

ইনসিওরেন্স এজেণ্ট

অনুপ ঘোষাল

বাঘ-ভাল্লুক নয়, সাপখোপও নয় আমার সবচেয়ে ভয় ইনসিওরেন্সের এজেন্টকে। একবার যদি দুটো কথা বলবার মোকা পায় ঘিলু পর্যন্ত চিবিয়ে দেবে। প্রথমে উচ্চ মার্গের দর্শন দিয়ে শুরু। জীবন অনিত্য, এই আছেন সেই নেই। নেই হলে আপনার ঘাড়ে বসে যারা লেজ নাড়ছিল, তাদের কি হাল হবে ভেবে দেখেছেন? এই বেলা সাবধান হয়ে যান, একটা লাখ টাকার পলিসি খুলে ফেলুন যেন মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়েই তিনি হাজির।

দরকার নেই বললে চলবে না। দরকার নেই মানে? মামদোবাজি! আলবাৎ আছে। তোমার নেই তাতে কি? তুমি লটকে পড়লে স্ত্রী-পুত্র কি ভেসে যাবে? ওসব পেছনপাকামি ছেড়ে মাল ঝাড়।

বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ আর এজেন্টে ছুঁলে বাহাত্তর ঘা। যদি এজেন্টের কৃপাদৃষ্টিতে পড়েছেন তো জীবন মায়ের ভোগে। একটা পলিসি করলেন তো রেহাই পেলেন কিছুদিনের জন্য। হ্যাঁ, কিছুদিনের জন্যেই। আবার বছর ঘুরতেই এজেন্ট সাহেব সেঁটে ধরবেন, 'পলিসিটাকে বাড়িয়ে নিন। আপনার ষ্টেটাসে ছোট পলিসি মানাচ্ছে না।' আর যদি হাড়িকাঠে মুড়ো না ঢোকাতে চান, প্রাইভেট লাইফ বরবাদ হয়ে যাবে। ভোরে পাখী ও এজেন্ট এক সঙ্গে ডেকে উঠবে। কিচিরমিচির এবং 'কি ময়, উঠলেন নাকি'! অফিসে বেরুবার তাড়া? কোঈ বাত নেহি, ফোলিও ব্যাগ হাতে আপনার পাশে পাশে কম্পানির গুণকীর্তন করতে করতে বাসষ্ট্যাণ্ড পর্যন্ত ছুটবেন তিনি। আপনার সঙ্গে চা খেয়েছেন, কানের পোকা সাফ করেছেন, তাড়াহুড়োর মধ্যে না না করতে করতে প্লেটে দু'পিস আক্রা মাছভাজা মেরে দিয়েছেন। এবার বাসে তুলে দিয়ে শুধোলেন, 'কটায় ফিরছেন? বাসষ্ট্যাণ্ডেই ফিট হয়ে থাকব।' বাঁচার তাগিদে আপনি হয়ত সেদিন বাসে এলেন না, ফিরলেন ট্রেনে। লুকিয়ে বাড়ি ঢুললেন। কলিংবেল বেজে উঠল। আপনি হাতমুখও ধোননি। দোতলার কোনের ঘরে লুকিয়ে বউকে হাত নাড়লেন। বউ বলল, 'উনি ফেরেন নি।' দু' মিনিট পরেই হয়ত দেখবেন—এজেণ্ট মশাই পাইপ বেয়ে উঠে জানলার শিক ধরে হিক্‌হিক্‌ করে হেসে বলছেন, 'না না, লজ্জার কিছু নেই। খেয়ে নিন, আমি ঝুলে আছি।' এমন নাছোরবান্দা! কাঁঠালের আঁঠা সরষের তেলে, পীরিতের আঁঠা ধোলাইয়ে ছেড়ে যায়। এজেন্টের আঠা ছাড়াবার ওষুধ নেই, একবার লাগলে জিন্দেগি বরবাদ।

এবার ভুক্তভোগীর কথা। দালালের আতংকে এই বান্দা জীবনে ইনসিওরেন্সের দারস্থ হয় নি। ধরলেই বলেছি, 'আছে, অনেক পলিসি অ্যাছে। আর পারা যাবে না।' মিথ্যে বলতে পারি না, বাড়িতে তিন তিনটে ভাই—পলিসির ফাঁসে সব হাঁসফাঁস করছে। তাদের নাম করেই রেহাই পেয়ে আসছিলুম। দুর্বুদ্ধি আর কাকে বলে, গল্পটি এক আড্ডায় মুখ ফস্‌কে বলে ফেলেছি। হয়ত ভেবেছিলাম—মধ্যচল্লিশের এই আধবুড়োটাকে কে আর ধরবে! পলিসি তো তরুণদের জন্য। বোকামির ফল হাতে হাতে পাওয়া গেল। গ্রামে বাস! প্রধান এবার ঠেসে ধরলেন আমাকে, সঙ্গে এক এজেণ্ট। প্রধানের হুকুম, 'এ রকম নিরাপত্তাহীন জীবন রাখা চলবে না, একটা পলিসি করিয়ে নেবেন।' প্রায় কেঁদে ফেলেছি। ঘাড়ে দুটো মাথা নেই, প্রধানের অবাধ্য হই। বললাম, 'কোন রকমেই কি বাঁচানো যায় না?' প্রধানের জবাব, 'একবার টার্গেট যখন হয়ে পড়েছেন, আর উপায় নেই।' এজেণ্ট বলল, 'আমি আপনার ছাত্র স্যার। আপনাকে টার্গেট করেই আমার টার্গেট ফুলফিল করব। প্রোমোশান চাই।' চোখে হলুদ ফুলটি দেখছি, বললাম, 'এ-বছরের মত বাঁচাও ভাই, সামনের ....' ছাত্রটি মুখ কাঁচুমাচু করে জবাব দিলে, 'খুব খারাপ লাগছে স্যার। জানি, গুরুনিধন পাপ। কিন্তু পাপের চেয়ে বড় কথা—আমি ছেলেমেয়ের বাপ। করে খেতে হবে। আপনাকে বাঁচাতে গেলে আমি সাফ হয়ে যাব 'স্যার'। অগত্যা বললাল, 'পরে এস।'

আর যায় কোথা! আমার লেখালেখি ডকে উঠল। দিনে তিনবার এজেন্টের 'রেইড'। গিন্নী খিঁচোচ্ছে। কি করি—(৩য় পৃঃ দ্রঃ)

আবোল-তাবোল

(২য় পৃষ্ঠার পর)

ছাত্র, বাড়িতে তার অবারিত দ্বার। শোয়ার ঘরে ঢুকে পড়ে, ডাইনিং টেবিলে বসে পড়ে, লেখার টেবিলে হামলে পড়ে। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

হঠাৎ জিদ চেপে গেল! ইগো চাড়া দিল। আমি একটা কেউকেটা লোক—লেখক, অধ্যাপক! আমার এতটুকু ব্যক্তিত্ব নেই? লোকে যা বলবে, তাই করতে হবে? নেহি, কভি নেহি মুণ্ডু যাক, পরের জীবনে ফের গজাবে। বেঁকে বসলাম। ছাত্র বোঝায়, আমিও বোঝাই! ছেলেটি বলল, 'ক্লাসে অনেক লেকচার ঝেড়েছেন স্যার, উপায় ছিল না তাই চুপ করে ছিলাম। এবার আমার লেকচার শুনুন।' তারপর খুক্ করে গলা সাফ করে শুরু করলে, 'সংসার অনিত্য স্যার, এই আছেন সেই নেই···' আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'ঠিকই বলছ, তবে আমার ব্যাপারটা আলাদা। আমি চোখ বুজলেও কোন ঝামেলা হবে না, আমার ছেলের মাও কলেজে পড়ান। আমি চলে গেলে বরং উনি স্বাধান হবেন। পি, এফের নমিনি শ্রীমতী, নিজের মোটা মাইনে। খিচ্‌খিচ্ করবার লোক থাকবে না, চমৎকার চলবে সংসার।' ছাত্র হাসল, চলে গেল। কিন্তু হাল ছাড়ল না। দেখা হলেই হিসেবের খাতা খুলে বসে। হিজিবিজি অংকে মাথা ঘুরে যায়। সে আমাকে বোঝাবেই। আমি অবুঝ। বললাম, 'আমার পেছনে যে ভাবে লেগে আছ, তেমন ভগবানের পেছনে ছোট। ঈশ্বর লাভ হয়ে যাবে।' এখন বুঝলাম, ছাত্রটিকে দেখে এক চাকুরে তরুণ সেদিন প্যান্ট গুটিয়ে দৌড় দিল কেন! ছাত্রটি উন্নতি করবে। রাগ নেই, লজ্জা নেই, ক্লান্তি নেই—মক্কেলকে বধ করবেই। তার পরামর্শ শুনে শুনে আমার ঘাড় লটকে পড়ল, পারিবারিক জীবন চটকে গেল। বক্তৃতার এমন বিষ, জানা ছিল না। এতদিনে বুঝলাম, ক্লাশে হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে বাছাদের কত কষ্ট দিয়েছি। ছেলের মা বিরক্ত হয়ে বললে, 'এ কেমন ছাত্র? আমিও তো পড়াই কলেজে, এত গুরুভক্তি তো কারো দেখিনি!' সত্যি, ছাত্রের পাল্লায় জীবনটাই চৌপাট হয়ে গেল। যখন তখন আঁতকে উঠি—এই বুঝি সে এল। দরজা খুলবার সময় বুক ডিপ ডিপ করে—এই বুঝি সে ঢুকে পড়ল। ঘুমের ঘোরে মাঝরাতে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'বাঁচাও বাঁচাও! বাড়িতে এজেন্ট পড়েছে, বাঁ····'। বৌ মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে শান্ত করল। ইচ্ছে হল থানায় যাই। দারোগাদের আমি খুব ভয় করি, সামনে গেলে তোতলা হয়ে যাই। এক বন্ধু আই, পি, এস—অগত্যা তার শরণাপন্ন হলুম। সে টেলিফোনে জানালে, 'এজেন্ট ঠেকাবার কোন উপায় নেই, ওদের লাইসেন্স আছে।' জ্যোতিষীর কাছে গেলাম, তিনি বললেন, 'এখন আপনার শনি বক্রি, এজেন্টের উৎপাত থাকবেই। বরং কবচ পরুন।' বলে ছশো বিয়াল্লিশ টাকার ফর্দ দিয়ে দিলেন। শুধোলুম, 'এজেন্ট ঠেকানো যাবেই?' তিনি চোখ বুজে চক্ষু মুদে বললেন, 'তেমন গ্যারান্টি নেই। তাহলে স্পেশ্যাল ধারণ করুন, এক হাজার আট টাকা। এজেন্টকে তেড়ে বাড়িতে রেখে আসবে। বিফলে শতকরা দশ টাকা ফেরত। স্পেশাল মালে গ্যারান্টি দিয়ে ব্যবসা করি।' পাঠকরা ভাবছেন, কেন এত হুজ্জোত করতে যাচ্ছি। ছোট করে একটা পলিসি করে নিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। আসলে আমার একটা জিদ চেপে গিয়েছিল। আহ্লাদ আর কি! আমার মত একটা কেউকেটা লোককে বোকা বানাবে? দেখি এজেন্ট বড়, না আমি বড়!

শেষ পর্যন্ত নাকের জলে চোখের জলে দুহাত তুলে সারেণ্ডার করতে হল। একদিন তাকে ভালমন্দ খাওয়ালুম। সে খুশি হয়ে বলল, 'এত আয়োজন? অন্যদিন তো আমাকে দেখলেই পালাবার রাস্তা খোঁজেন।' আমি বলি, 'না ভাই, এটাকে ঘুষ মনে কোর না। তোমার টেবিলের সবচে ছোট প্রিমিয়ামটি আমায় ফিট করে দাও। এ যাত্রা বাঁচি!' এজেন্ট হাতমুখ ধুয়ে বলল, 'লাইনে আসুন। এটাই হচ্ছে আসল পয়েন্ট। আমার হাত থেকে রেহাই পেতে অন্ততঃ একটা পলিসি করিয়ে নিন, বেঁচে যাবেন। নইলে জান কয়লা করে দেব।' আহা, ছাত্রের ভাষার কী ছিরি! কাগজে সই সাবুদ করিয়ে সে বলল, 'মাল ঝাড়ুন স্যার।' আমি বললুম, 'কত?' সে বলল, 'ঐ যে বললেন —কনিষ্ঠতম প্রিমিয়াম, চারশো।'

অল্পের ওপর দিয়ে বাঁচা গেল। টাকা নিয়ে সে বলল, '১ মাসের মধ্যে পলিসি পেয়ে যাবেন।' বছর ঘুরতে চলল, এজেন্ট বা পলিসি কেউই এল না। এই ভুক্তভোগীর পরামর্শ--আপনার যদি কোন মহাশত্রু থাকে, নিজে ঝামেলা করতে যাবেন না, তাতে বিস্তর হ্যাপা! বরং দূর থেকে একটা এজেন্ট লেলিয়ে দিন।

রাজনৈতিক দলগুলির লড়াই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয় কয়েক লাখ টাকার। তাই সব রাজনৈতিক দলেরই লক্ষ্য এদিকে। নেতাদের আখের গুছিয়ে নেবার মত রুজিরোজগারের উপায় এখানকার ফসলকে কেন্দ্র করে। যখন যে দল প্রশাসনকে কব্জায় রাখতে পারে, তখন তাঁদের দিকেই ঝুঁকে পড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মস্তানরা। সে কারণেই বর্তমানে সিপি এমের আশ্রয়ের ঝোঁকই এখন বেশী। প্রায় মারদাঙ্গা এখানে লেগে থাকে। বছর খানেক আগে এই চর এলাকার ফসল ধ্বংসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েক জন ঘোষ নিখোঁজ হয়। ঘোষদের পক্ষে নেমে পড়ে বিজেপি এবং অন্য পক্ষে সি পি এম। সে গোলমাল এখনও মেটেনি। আগলদাররাও সুযোগ সুবিধা মত অনবরত দল পরিবর্তন করে। আজ এ দলে কাল ও দলে এই হল এখানকার রীতি। কোন রাজনৈতিক দলই এই রণক্ষেত্রে ধোয়া তুলসী পাতা নয়। যেহেতু সিপি এম এখন সরকার ও প্রশাসন পরিচালনায়, তাই তাদের কথা বেশী শোনা যাচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন এই অবস্থাকে আয়ত্তে আনতে ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আগলদার প্রথা বর্তমানে বন্ধ করে দিয়েছে এবং বসিয়েছে পুলিশ ক্যাম্প। সেপ্টেম্বর থেকে পর পর কয়েকটি সভা করেছে সব রাজনৈতিক দলকে ডেকে। কিন্তু দেখা গিয়েছে আজ এ দল অনুপস্থিত ত কাল ও দল। আবার প্রতিনিধিরাও নিত্য দল বদল করেন। কে যে সঠিক কোন দলের প্রতিনিধি বোঝা যায় না। তাই প্রশাসনও কিছু করতে পারছেন না। রাজনৈতিক পাশা খেলার ঘুঁটি হয়ে উঠেছে এখানকার চাষীরা। আর সেই পাশা খেলার ছকে খেলছেন যুধিষ্ঠির দুর্যোধনরা। রাজনৈতিক দলরূপী ষণ্ডদের লড়াই হচ্ছে এখানকার প্রকৃত লড়াই। কিন্তু প্রাণ যাচ্ছে সাধারণ মানুষরূপী উলুখড়দের। প্রশাসনের উচ্চ স্তর থেকে যদি কোন রাজনৈতিক দলকে প্রশ্রয় দেবার মনোবৃত্তি ত্যাগ করে কঠোর ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তবে এখানকার অবস্থা এমন স্তরে পৌঁছোবে যে রক্তক্ষয়, প্রাণহানি রোধ করা যাবে না।

স্বামীজীর চিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ গত ১২ জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস ও চিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে মির্জাপুর নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের ৩০ জন যুবক-যুবতী ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে মূল উৎসব প্রাঙ্গণ বহরমপুরে রিলে প্রথায় সঙ্গীতের মাধ্যমে উপস্থিত হন। জেলার শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক হিসাবে পুরস্কৃত হন মোট ৪ জন। তাঁদের মধ্যে নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র কেঠা (মেঘনাথ) একজন। এই পুরস্কার ভারত সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়।

কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হলো

ফরাক্কা ঃ এখানকার বহু প্রত্যাশিত নুরুল হাসান কলেজের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হল গত ১৫ জানুয়ারী। অনুমোদনের সাধারণ সর্ত ছিল ২ লক্ষ টাকা যে কোন ব্যাঙ্কে কলেজের নামে জমা রাখতে হবে ও বিল্ডিং করে দিতে হবে। সেই অনুযায়ী জনসাধারণের আপ্রাণ চেষ্টায় শর্ত পালিত হচ্ছে এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন অন্ততঃ পক্ষে অর্দ্ধেক টাকা তুলে জেলা শাসকের হাতে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। ঐ দিন ফরাক্কা যাত্রা উৎসব কমিটি এক লক্ষ একত্রিশ টাকা দান করেন। এছাড়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র ২৫ হাজার, নিউ ফরাক্কা ব্যবসায়ী সমিতি ও বি এম জে এন্টারপ্রাইজ ১০ হাজার, জাকের শেখ, জাভেদ আলী, পলাশী অগ্রগামী স্পোর্টিং ক্লাব, জাহানানেসা, কোবাদ সেখ ও ফরাক্কা ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশান ৫ হাজার টাকা করে দেন। কাউন্টারে ওঠে ১,৩২,৭৬৮-৫০ টাকা। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ও সাংসদ মালিনী ভট্টাচার্য্য।

জয়তু নেতাজী

আগামী ২৩শে জানুয়ারী দেশনেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের শুভ ৯৮তম জন্মদিবস উপলক্ষে মোমিনটোলা সিনিয়র মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি।

ইমরান সরকার
আহ্বায়ক

জীপ বিক্রয়

একটি মহিন্দ্রা ডিজেল জীপ (সেকেণ্ড হ্যাণ্ড) বিক্রয় হইবে। অনুসন্ধান করুন।

ভিকি ইলেকট্রিক্যাল
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ

ভর্ত্তির বিজ্ঞপ্তি

M. S. D. College of Alternative Medicine
Raghunathganj

I. C. A. M. (Calcutta) অনুমোদিত এবং
Registered by Govt. of West Bengal (W.H.O.)

নিম্নলিখিত কোর্সের জন্য ভর্ত্তি চলিতেছে ঃ

R. M. P., D. M. L. T. এবং HOME NURSING

ভর্ত্তির জন্য যোগ্যতা ঃ

R. M. P. & D. M. L. T.—মাধ্যমিক/হায়ার সেকেন্ডারী
HOME NURSING—ক্লাস এইট (VIII) পাশ
(কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য)

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া হয়।

● *যোগাযোগের স্থান* ●

মেডিকেয়ার হোমিও ক্লিনিক

দরবেশপাড়া (মসজিদের সামনে)
রঘুনাথগঞ্জ ★ *মুর্শিদাবাদ*

সময় ঃ বেলা ১০-৩০ হতে বিকাল ৪টা (মঙ্গলবার বন্ধ)

রঘুনাথগঞ্জ (পিন— ৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্বামী বিবেকানন্দ জন্মোৎসব

ফরাক্কা ঃ স্বামীজী জন্মোৎসব কমিটি গত ১২ জানুয়ারী বিবেকানন্দ মূর্তির পাদদেশে তাঁর জন্মোৎসব পালন করেন। বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। স্থানীয় বক্তারা মনোজ্ঞ ভাষণে স্বামীজীর কর্ম ও ভাবধারা বুঝিয়ে বলেন।

ঋষি অরবিন্দের পূত দেহাবশেষ মালদহের পথে

ফরাক্কা ঃ মালদহে অরবিন্দ ভবন প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঋষি অরবিন্দের পূত দেহাবশেষ পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে নিয়ে আসার পথে ফরাক্কা বিদ্যালয়ের মাঠে গত ১৩ জানুয়ারী কিছুক্ষণের জন্য রাখা হয়। সেই সময় স্থানীয় জনগণ তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে এখানে জমায়েত হন।

সাইন বোর্ডই সার (১ম পৃষ্ঠার পর)

দেখেও দেখেন না। যুব-করণ আধিকারিক বেতন নেন মাসে মাসে কিন্তু যুব-সংযোগ তাঁদের নেই বলেই খবর। স্থানীয় যুবকদের অভিযোগ সাইন বোর্ড সর্বস্ব এই অফিস রেখে লাভ কি ?

ধুলিয়ানে চরম লোডশেডিং (১ম পৃষ্ঠার পর)

পুরসভা অন্ধকার শহর আলোকিত রাখতে অনাগ্রহী। কয়েকজন শহরবাসী জানালেন, চোরাচালানকারীদের কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য সে সময় শহর অন্ধকার হয়ে যায়। রাতে প্রচুর খাদ্যশস্য বাংলা-দেশে চলে যায়। স্থানীয় ছাত্র পরিষদের কর্মীরা চোরাচালান বন্ধ করার জন্য কিছুদিন আগে বিরাট বিক্ষোভ করে স্থানীয় থানায় ডেপুটেশন দিয়েছেন। ব্লক ছাত্র পরিষদ নেতা রাণাপ্রতাপ সিংহ জানালেন, 'স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিসের ষ্টেশন সুপারিনটেনডাণ্টকে জানিয়েছি, এই চরম লোডশেডিং যাতে তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়। নইলে, আপনাকে ছাত্র পরিষদ কর্মীরা ঘেরাও করবে। চোরাচালান, লোড্-শেডিং-এর বিরুদ্ধে ছাত্র পরিষদ বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে।'

জরিমানা আদায় (১ম পৃষ্ঠার পর)

হবে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেন। পরে ফরম ফিলাপের দিন ৮ জানুয়ারী ছাত্ররা ফরম ফিলাপ করতে গেলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ছাত্ররা এই অবৈধ অর্থ আদায় থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়ে ৬০জন ছাত্র-ছাত্রীর একটি আবেদন পত্র জমা দেন ও ফরম ফিলাপ বয়কট করেন। প্রধান শিক্ষকের অনুরোধে ১১ জানুয়ারী তাঁরা স্কুলে গেলে পরীক্ষা বন্ধের ভয় দেখিয়ে মানসিকভাবে দুর্বল করে ছাত্রদের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা (কিছু কিছু ক্ষেত্রে পঁচিশ টাকা) জরিমানা সমেত ফরম ফিলাপ করতে বাধ্য করানো হন।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ২২৯

সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী— কোরিয়াল, জামদানি জোড়, পাঞ্জাবির কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ির নির্ভর-যোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।